৩৯তম জাতীয় সমাবেশ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা ১২১৯
Web:www.ansarvdp.gov.bd

বিশেষ ক্রোড়পত্র

৩০ মাঘ ১৪২৫, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়ন নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩০ মাঘ ১৪২৫
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর সদস্যদের রয়েছে বিপুল অবদান। আমি ৫২'র ভাষা আন্দোলনে শহিদ আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বার, ৭১'র মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ৬৭০জন বীর আনসারসদস্যসহ বিভিন্ন সময়ে যারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসাবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা, জননিরাপত্তা বিধানসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও যুব ও নারী সমাজকে বিভিন্ন পেশায় বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। আমি আশা করি নিত্যনতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আনসার সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। "শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা"-এ মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সেবার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতি গঠনে অব্যাহত প্রয়াস চালাবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৩০ মাঘ ১৪২৫
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সদস্যদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদ আব্দুল জব্বারসহ সকল ভাষা সৈনিক এবং মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৬৭০ জন বীর শহীদ সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।
একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা রক্ষায় এ বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বাহিনীর ভূমিকা অনন্য।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী রাষ্ট্রীয় যেকোন প্রয়োজনে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সবসময় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন জাতীয় ও সামাজিক উৎসব যেমন-জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন, ঈদ, পূজা, বিশ্ব ইজতেমা ও পহেলা বৈশাখসহ সরকারের নির্দেশে দেশের সংকটময় মুহূর্তে যেকোনো দায়িত্ব পালনে এ বাহিনীর লক্ষাধিক সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। বিগত ২০১৩, ২০১৪ সালে জামায়াত-বিএনপি সৃষ্ট অরাজকতা, মানুষ পুড়িয়ে মারা, রেলপথ, সড়কপথ ধ্বংস করা প্রভৃতি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি আনসার-ভিডিপি সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মোকাবেলা করেছে। দেশের সম্পদ ও মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় ৫ লক্ষ আনসার-ভিডিপি সদস্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে।

অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও মেধা দিয়ে দেশের সেবায় আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখবে এ বাহিনী। আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খাঁন এমপি

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৩০ মাঘ ১৪২৫
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সকল আনসার সদস্য শহীদ হয়েছেন তাঁদের আত্মত্যাগকে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

দেশের সর্ববৃহৎ সুশৃঙ্খল এ বাহিনী ১৯৪৮ সালে জন্ম লাভের পর থেকে অদ্যাবদি একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এ বাহিনীর মোট ৪১টি ব্যাটালিয়নের প্রায় ১৭,০০০ সদস্য পার্বত্যঞ্চলে এবং জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ সচিবালয়, রাষ্ট্রীয় তোষাখানা, বিমান ও স্থলবন্দরে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। অন্যদিকে প্রায় ৫০,০০০ সাধারণ আনসার সদস্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, বীমা, পোষাক শিল্প কারখানা, পাঁচতারা হোটেল, শপিং মল, বিমান, স্থল ও নৌ বন্দর এবং রাজপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আনসার-ভিডিপি সদস্যরা আইন-শৃঙ্খলা এবং জননিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করে।

প্রশিক্ষণ যে কোন বাহিনীর মূল চালিকা শক্তি। নিয়মিত মৌলিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এ বাহিনীর তৃণমূল পর্যায়ের সদস্যরা প্রতিনিয়ত আত্মনির্ভরশীল হতে পারছেন। ফলে বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বাহিনীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে আরো অবদান রাখবে।

আমি এ বাহিনীর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

Bangladesh Ansar & VDP – "It's roles and responsibilities for security, social safety and against terrorism"

Dr. Forqan Uddin Ahmed
Deputy Director General (Rtd.)

Introduction

Ansar and VDP is the largest community based disciplined organization of Bangladesh. The total number of this force is about 60 lakhs. The female members cover the half of the total number. The organization of the force is extended up to village level. In the villages, we have one male Platoon and one female VDP Platoon each comprising of 32 members. In the union level, there is one Ansar male platoon and in every Upazilla there is one Ansar Company each comprising of 32 and 100 members respectively.
Today, Ansar VDP is not confined in its nomenclature, but its idea has expanded to the very depth and height with some noble motto and objectives taken by the enrolled members in a very challenging way. Specially in the field of communication network, total defense system, safety and security of various key point instillation, industries and above all socio-economic development of the nation.

Security Concept and Engagement of Bangladesh Ansar & VDP

The core and principle works of human security can be started from the grass roots level and village is the ultimate unit of development in case of any kind of development orientation. If we can remove all human security threats from the villages of Bangladesh, research shows that 73.12 percent of basic human needs and deeds are in the village and without changing the basic scenario of poverty picture in the pastoral life, Bangladesh shall not be able to bring any meaningful change in poverty discourse of Bangladesh. We find only a few alternatives for addressing human security problems from government side for poverty reduction in grass root level. Some Non-Governmental Organizations are doing good; but more and more efforts are required and they are prerequisites also. from government side, for reducing poverty and other human security threats. Bangladesh Ansar & VDP with all its infrastructure and superstructure can be the utmost agency on behalf of the government and that is our belief in the field of human security in Bangladesh. Further researches are strongly required for a society oriented governmental organization; otherwise people may become less confident on state's capacity structure and human security.
For any meaningful change in the society, academic knowledge is a must. Bangladesh Ansar & VDP has opened a master degree program for increasing academic knowledge on human security. The name of the program is "Masters in Human Security" (MHS) which is affiliated to the University of Dhaka. We are studying on human security from perspectives of social Science. The program is being run under close supervision of the Faculty of Social Sciences, University of Dhaka.

Suggestion and Recommendation

The following points need to be taken into cognizance and consideration. These are to promote a vibrant command & control flow chart, to launch easy and accessible communication network, to promote classified manpower for deployment, training & above all good personnel management system, to ensure timely logistic support, to ensure transport support, to ensure modern weapon support, to ensure infrastructural support, to ensure financial support, to ensure proper medical support.
To make a nation safe from terrorism, the peoples' force like Ansar VDP may be activated, well-equipped and mobilized. And its members need to be involved with a definite tasking by the idea of community safety and security with the local government bodies. Again various awareness program and anti terrorism campaign may be launched and counseling centers may be set up with Ansar VDP members.

Conclusion

Ansar & Village Defense Party is the largest disciplined force in Bangladesh. The members of this force are working as soldier of socio-economic development and assisting to maintain rural law and order situation. They also organize, inspire & motivate rural people and they are building awareness among various people of rural area against anti terrorist activities & anti social elements.
The organization can exchange its views, thoughts, opinions, techniques, technology experience & expertise including training with the other like forces or workers working for development of the country.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৫
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি বাহিনীর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে আমি ভাষা শহিদ আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বারসহ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে এ বাহিনীর যে সকল সদস্য ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সরকার প্রধানকে ১২ জন বীর আনসার সদস্য 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রারম্ভে এ বাহিনীর চল্লিশ হাজার রাইফেল ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অস্ত্র-শক্তি।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে আনসার বাহিনী দেশের জনগণ এবং সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এ বাহিনীর সদস্য-সদস্যদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন ছাড়াও নিয়মিতভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় এ বাহিনীর রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। বাহিনীর ব্যাটালিয়ন আনসার এবং সাধারণ আনসার সদস্যরা সারাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় জননিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করছে। প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য-সদস্যার এ বাহিনীর তৃণমূল পর্যায়ের অর্ধেক সদস্যই নারী। এ বাহিনী তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত নারীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে।

বাংলাদেশ আজ ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে প্রবেশ করেছে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সাফল্যের অন্যতম অংশীদার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। বৃহৎ ও সুশৃঙ্খল এ বাহিনীর সদস্যদের দেশপ্রেম ও দায়িত্বশীলতা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি দায়িত্বরত অবস্থায় এ বাহিনীর নিহত, আহত সদস্য এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাণী

৩০ মাঘ ১৪২৫
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ৩৯তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি সকল পর্যায়ের সদস্যকে জানাই অভিনন্দন। আজকের এ বিশেষ দিনে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে সকল দেশবাসীকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর মহান আত্মত্যাগে আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এ মাসে স্মরণ করছি ভাষা শহীদ আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বারকে। মহান মুক্তিযুদ্ধেও রয়েছে এ বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আনসার সদস্যগণ বাহিনীর অস্ত্রাগারের চল্লিশ হাজার রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বিতরণ করেন; যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল অস্ত্র শক্তি। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার প্রধানকে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে ১২ জন বীর আনসার সদস্য 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৬৭০ জন বীর আনসার সদস্য শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে ১ জন বীর বিক্রম এবং ২ জন বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী। তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত এ বাহিনী দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কল-কারখানা ও স্থাপনায় প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক সাধারণ আনসার সদস্য-সদস্যা নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। বাহিনীর ৪১টি ব্যাটালিয়নের আনসারগণ পার্বত্য এলাকাসহ সারাদেশে শান্তি-শৃংখলা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করছে।

নিয়মিত দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের সংকটময় মুহূর্তে এবং জাতীয়, সামাজিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এ বাহিনীর কর্মতৎপরতা উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশের ৪০,১৮৩টি ভোটকেন্দ্রে প্রায় ৫ লক্ষ ব্যাটালিয়ন ও অঙ্গীভূত আনসার এবং ভিডিপি সদস্য সশস্ত্র এবং নিরস্ত্রভাবে মোতায়েন থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করেছে। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা রক্ষা করতে গিয়ে ৫ জন আনসার আত্মহুতি দিয়েছেন।

বিগত দুর্গা পূজায় সারাদেশের ৩০,২৫৮টি পূজা মন্ডপে বাহিনীর ১,৩৮,৩৬৪ জন সদস্য পূজা মন্ডপে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টিতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এতে দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

প্রশিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধিই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এ মূলমন্ত্র ধারণ করে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সারা বছর সদস্যদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরিতে এ বাহিনীর সদস্যদের যুগোপযোগী ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাহিনীর কর্মকর্তাসহ প্রায় ৩ লক্ষ সদস্য-সদস্যাকে মৌলিক ও পেশাভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে এ লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার নির্ধারণপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পরিশেষে আমি প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সদস্য-সদস্যা বাহিনীর ঐতিহ্য, সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে দেশের উন্নয়ন এবং জননিরাপত্তায় আরও নিবেদিতভাবে কাজ করবে। আমি ৩৯তম জাতীয় সমাবেশের সকল কর্মসূচীসহ এ বাহিনীর সার্বিক সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ
এনডিসি, পিএসসি, জি